শিবুখুড়োর অদ্ভুতুড়ে দুনিয়া

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

লিইবার ফিয়েরা

শিবুখুড়োর গুল-গপ্পো

গান যদি হয় ‘গান’-এর মতো ১৩
শিবুখুড়োর বেড়াল ভাগ্য ২০
শিবুখুড়োর সার্কাস খেলা ২৯
অথ ছাগল ঘটিত ৩৮
শিকার করলেন শিবুখুড়ো ৪৫
মশা অতি উপকারী পতঙ্গ ৫২
রাতের বাসে বেগুনি—নৈব নৈব চ ৫৮
শিবুখুড়ো ও তেল ৬৬
শিবুখুড়োর পকেটমার ভাইপো ৭২
ডাইনোসর পুষলেন শিবুখুড়ো ৭৯
শিবুখুড়ো ও হনুমান ৮৯
শিবুখুড়ো ও রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য ১০৭
শিবুখুড়োর কবীন্দ্র ভাইপো ১১৬

শিবুখুড়োর ভূত গল্প

সতেরো ঘোড়সওয়ারের ভূত ১২৫
শিবুখুড়োর দুধেলা গাই ১৩২
হরিমতি খুড়ির ভুলো রোগ ১৩৯
মেট্রো রেলে ভূতের খপ্পরে ১৪৬
ভূতগিরিতে ঝকমারি ১৫২
শিবুখুড়ো ও কলসীর দৈত্য ১৫৮
এক 'অমানুষ' ভূতের গল্প ১৬৫
অদৃশ্য হবার কৌশল ১৭১
ভানু পালের পত্নী ভাগ্য ১৭৭
শিবুখুড়ো ও হ্যারি-হরিশ ১৮৪
পুঁটিরাম উদ্ধার ১৯৩

জটা তান্ত্রিকের ভূত-গোয়েন্দা

জটা তান্ত্রিকের ভূত-গোয়েন্দা ১ ২০৩
জটা তান্ত্রিকের ভূত-গোয়েন্দা ২ ২১০
জটা তান্ত্রিকের ভূত-গোয়েন্দা ৩ ২১৬
জটা তান্ত্রিকের ভূত-গোয়েন্দা ৪ ২২৩

শ্রুতি নাটকে শিবুখুড়ো

শিবুখুড়োর বেড়াল ভাগ্য ২৩৩

গান যদি হয় ‘গান’-এর মতো

সেটা ছিল ছুটির দিন। শীতের মিঠে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে গল্প করছিলাম আমি, মণিকা, পাঁচু।

গল্পের বিষয়বস্তু এদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটা আশ্চর্য খবর। বিজ্ঞানীরা নাকি পরীক্ষা করে দেখেছেন গানের প্রভাব শুধুমাত্র মনের উপরই নয়, জীবজন্তু, এমনকী গাছপালার উপরও পড়ে। গানের সুর শুনিয়ে গরুর কাছ থেকে বেশি দুধ পাওয়া যায়, এমনকী গাছেরাও নাকি সতেজভাবে বেড়ে ওঠে, ফুল ফোটায়।

মণিকা বলল, “দূর, কথাগুলো শুনতে যত সহজ ব্যাপার নিশ্চয়ই তেমন নয়। এর পিছনে বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আছে।”

আমি বললাম, “তা তো বটেই, যে কেউ গান গাইতে শুরু করল আর আর গাছে কুঁড়ি ধরে টপাটপ ফুল ফুটতে শুরু করল, এমন তো হতে পারে না। তবে গানের যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে...”

“সে প্রমাণ আমার চেয়ে বেশি বোধকরি আর কেউ কোনোদিন পায়নি!”

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে পিছু ফিরে দেখি শিবুখুড়ো। কখন যে চুপিচুপি এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি।

শিবুখুড়ো এক বিচিত্র মানুষ। এঁর কথা আগেও শুনিয়েছি। উনি সার্বজনীন খুড়োমশাই। বয়সের গাছ পাথর নেই। গায়ের রং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। মথাজোড়া টাক। তার নীচে সাদা জোড়া ভ্রূ। গোঁফ দাড়ির চিহ্ন মাত্র নেই। তবে নাকের উপর পেল্লাই আকারের একটা আঁচিল আছে। শিবুখুড়োর আসল আকর্ষণ ওঁর বলা গল্প। ওঁকে একটা গল্পের জাহাজ বলা চলে। অবশ্য উনি বলেন সবই নাকি ওঁর জীবনের ঘটনা। তা আলপিনের কারবার থেকে হাতি কেনাবেচা, জীবনে কিছুই বাদ দেননি উনি। সে সব যত আজগুবিই হোক, আমরা শুনতে শুনতে কখনও প্রতিবাদ করি না— সেটা ওঁর কাহিনির আকর্ষণেই।

শিবুখুড়োর বেড়াল ভাগ্য

কথাটা উঠেছিল বেড়াল পোষা নিয়ে। পাঁচু বলেছিল, "দূর দূর! বেড়াল মানুষে পোষে! গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে সবচেয়ে নোংরা হল বেড়াল। কোনও ট্রেনিং-এর ধার ধারে না। যতই যত্ন করো, খেতে শুতে দাও ওদের ছোঁচা স্বভাব কখনও যাবে না। সুযোগ পেলেই থালা থেকে মাছ নিয়ে পালাবে, কিংবা দুধের বাটিতে মুখ দেবে।"

আমি বাধা দিয়ে বলতে গেলাম, "তবে যাই বলিস, ধপধপে সাদা একটা কাবলি-বেড়াল যদি ঘরে থাকে..."

তার আগেই মণিকা বলল, "ম্যাগো, সারা বছর গণ্ডা গণ্ডা বাচ্ছা পাড়বে আর সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াবে। বেড়াল আমার দু'চক্ষের বিষ।"

"আসলে বেড়াল-ভাগ্য সবার সমান নয় হে!" কথাটা হঠাৎ পিছন থেকে ভেসে আসতে পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখি আমাদের গ্রেট শিবুখুড়ো।

পাঁচু আর মণিকা তো সঙ্গে সঙ্গে হইহই করে উঠল, "আরে খুড়ো কখন এলে? একদম টের পাইনি।"

"টের পাবি কোত্থেকে। তোরা তো এতক্ষণ বেড়াল গবেষণা করছিলি আর আমিও চুপচাপ দাঁড়িয়ে তোদের কথা শুনছিলাম।"

বললাম, "কিন্তু খুড়ো, এইমাত্র কী যেন বললে, বেড়ালভাগ্য সবার সমান নয়, তা বেড়ালের সঙ্গেও আবার ভাগ্যের যোগাযোগ আছে নাকি?"

"আলবাত, ভাগ্যের যোগাযোগ কীসের সঙ্গে নেই। ফ্রম বেড়াল টু রুমাল, কোনোটাই কি ভাগ্য ছাড়া সহজে মেলে?" শিবুখুড়ো অভ্যাস মতো চোখ নাচিয়ে বলল।

মণিকা বলল, "এ ব্যাপারে তোমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে?"

"আছেই তো।" শিবুখুড়ো এবার কেমন যেন দার্শনিক ভাবে বলল, "এই এতটা বয়সে জীবনে তো কম দেখলাম না রে বাবা। তোরা তো

শিবুখুড়োর সার্কাস-খেলা

সেদিন সকাল থেকেই মণিকার সঙ্গে পাঁচুর তুমুল তর্ক বেধেছিল। তর্কের বিষয়বস্তু শিম্পাঞ্জির সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কতটা।

মণিকা বলছিল জীবজগতে শিম্পাঞ্জির সঙ্গে মানুষের তফাত খুব বেশি নেই। ঠিক মতো ট্রেনিং দিতে পারলে শিম্পাঞ্জি মানুষের অনেক কাজই করতে পারে। তা ছাড়া প্রাণী বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনায় ডারউইন সাহেব তো বলেইছেন যে শিম্পাঞ্জি মানুষের পূর্বপুরুষেরই এক জাতভাই।

পাঁচু কিন্তু এ কথা মানতে রাজি নয়। ওর মতে মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির তুলনা করতে যাওয়াই মূর্খামি। সবচেয়ে বড় কথা শিম্পাঞ্জি মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করতে পারে না, অতএব...

এই পর্যন্ত বলেই থমকে গিয়েছে পাঁচু। ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ শুনে আমরা তিনজনেই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছি। আমাদের শিবুখুড়ো কখন যে ওঁর স্পেশাল থেলো হুঁকোয় টান দিতে দিতে ঘরে ঢুকেছেন আমরা কেউই খেয়াল করিনি।

পাঁচুকে থমকে যেতে দেখে খুড়ো মুখ থেকে হুঁকো নামিয়ে বললেন, "তা তোমরা হঠাৎ শিম্পাঞ্জির মনুষ্যত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলে কেন বলো দেখি?"

ও কিছু বলার আগে আমি বললাম, "মানে হয়েছে কি খুড়ো, গতকাল আমরা সবাই মিলে টালাপার্কে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা শিম্পাঞ্জি যা কাণ্ড করছিল, তা দেখে আমরা সবাই তাজ্জব হয়ে গেছি। এমনকী বোর্ডে অঙ্ক কষে দেখিয়েছে।"

"কিন্তু সেটা যে সত্যিই শিম্পাঞ্জি ছিল, এ সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিত তো?"

শিবুখুড়োর হঠাৎ এ কথাটা শুনে এবার আমরা তিনজনেই কেমন থতোমতো খেয়ে গেলাম। মণিকা আস্তে, আস্তে জিজ্ঞাসা করল, "তার